গাংনীতে মানবিক সহায়তা বৈঠকে এমপি’র ক্ষোভ

একের পর এক ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন। গাংনী উপজেলা পরিষদ আয়োজিত মানবিক সহায়তা প্রদান বৈঠকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তীর উপর তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। চলমান মানবিক সহায়তা প্রদানে সরকারী বরাদ্দ কতটুকু এবং কোন ইউনিয়নে কত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা না জানানোর কারণে এ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে মানবিক সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত এক বৈঠকের আহবান জানানো হয়। বৈঠকে কমিটি উপদেষ্টা সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, পৌরমেয়র আশরাফুল ইসলামসহ বিভিন্ন ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এসময় সরকারী সহায়তার মোট বরাদ্দ এবং কোন এলাকায় কতটুকু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা উপদেষ্টা পরিষদকে জানানো হয়নি বলে অভিযোগ এ সাংসদের। চলমান কর্মকান্ডে ইউএনও স্বীয় ইচ্ছায় বরাদ্দ প্রদান করছেন মর্মে অভিযোগ করেন এমপি খোকন।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জণ চক্রবর্তী বিতরণকৃত মানবিক সহায়তা প্রদানের ফিরিস্তি তুলে ধরে বলেন, উপজেলায় ২২ হাজার পাঁচশ ২২ জনকে সহায়তা দেয়া হয়েছে। এসময় সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন ক্ষোভ প্রকাশ করেন ও বলেন, তিনি একহাজার ২০০ জনকে সহায়তা দেয়ার বিষয়টি জানেন। আর অন্য কোথায় কাকে কত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সেটা জানানো হয়নি কেন তার প্রশ্ন ছুড়ে দেন।

একই সময়ে বেশ কয়েকজন অনুষ্ঠানটিতে ছবি ও ভিডিও ধারণ করতে থাকলে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন তা বারণ করেন। এসময় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক সাহিদুজ্জামান খোকনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, জনগনের যা জানার তা ইতোমধ্যেই জেনে গেছে যে, ইউএনও আপনার কতটুকু মুল্যায়ন করেছে। এখন ভিডিও করতে নিষেধ করে লাভ কি ?

এদিকে ইউএনও দিলারা রহমান বলেন, বরাদ্দের বিষয়টি এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনকে সব সময় চিঠি দিয়ে জানানো হয়। ছোট খাট

ভুলত্রুটি থাকলে বিষয়টি দেখা যাব। তবে বিষয়টি অস্বীকার করে সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, শুধু তার জন্য যতটুকু বরাদ্দ দেয়া হয় সে ব্যাপারেই চিঠি দিয়ে জানানো হয়।

এদিকে চলমান করোনা ভাইরাস জনিত (কোভিড-১৯) কারণে কর্মহীন ২২৫২২টি পরিবারের মাঝে মোট ৩০৯.৪৭ মেট্রিকটন চাউল এবং নগদ ৫৪২৫০০/- টাকার ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া দিনমজুর, ভ্যানচালক, চা দোকানদার, শ্রমিকসহ সাধারণ দুস্থ পরিবারকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বলে সংশ্ষ্টি সুত্রে জানিয়েছেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত এই ত্রাণ সহায়তা পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যের মাধ্যমে উপজেলায় বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

এছাড়া পৌরসভাসহ উপজেলার সকল ইউপিতে ১ হাজার পরিবারের মাঝে শিশুখাদ্য হিসেবে ৪শ’ গ্রাম করে গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট বরাদ্দ থেকে সংসদ সদস্যকে ১৪.৬২৫ মে. টন চাল ও ৯১৭৫০/, উপজেলা চেয়ারম্যান ২০.১২৫ মে. টন চাল ও ৯১৭৫০/, গাংনী পৌরসভা ২৮.৮০ মে. টন চাল ও ৩৫৯০০/, কাথুলী ইউপিতে ২৪.৮১ মে. চাল ও ৩৫৯০০/, তেঁতুলবাড়িয়া ইউপিতে ২৫.৩০৫ মে. টন চাল ও ৩৫৯০০/, কাজীপুর ইউপিতে ৩০.৫৭৫ মে. টন চাল ও ৩৮১০০/, বামুন্দি ইউপিতে ২৪.৯৩ মে. টন চাল ও ৩৫৯০০/, মটমুড়া ইউপিতে ৩১.৪০ মে. টন চাল ও ৩৮১০০/, ষোলটাকা ২৪.৫০৫ মে. টন চাল ও ৩৩৭০০/, সাহারবাটি ইউপিতে ২৪.৪৩ মে. টন চাল ও ৩৩৭০০/, ধানখোলা ইউপিতে ৩১.৮৩৫ মে.টন চাল ও ৩৮১০০/, রাইপুর ইউপিতে ২৪.১৬ মে. টন চাল ও ৩৩৭০০/, আবাসন প্রকল্পসমূহে ১.৭২ মে. টন চাল এবং অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে ২.৫০ মে. টন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে বলে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কার্যালয় থেকে নিশ্চিত করেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারেরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সেকারনে ত্রাণ-মন্ত্রনালয় কর্র্তৃক প্রত্যক পরিবারকে ২০ কেজি করে খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গাংনী উপজেলায় ৯ টি ইউনিয়নে ১৮ হাজার পরিবারকে খাদ্য সহয়তা প্রদান করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় পথশিশুদের খাবার পৌছে দিলেন পুলিশ সুপার

চুয়াডাঙ্গায় হতদরিদ্র পথশিশুদের জন্য খাবার পাঠালেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম। এরা সকলেই জাহানারা ফাউন্ডেশনের পথশিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মঙ্গলবার সকালে জাহানারা ফাউন্ডেশনের পরিচালক জাহানারা খাতুনের বাড়িতে এনে শিশুদের হাতে খাবার প্যাকেট তুলে দেয়া হয়।

জাহানারা খাতুন জানান, দীর্ঘদিন থেকেই জাহানারা ফাউন্ডেশন জেলার পথশিশুদের কল্যাণে কাজ করছে। তাদের লেখাপড়া এবং মাঝে মাঝে খাবার ব্যবস্থা করা হয়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এসব করা হয়ে থাকে। এসব পথশিশুদের অনেকেই টোকাই হিসেবে সামান্য আয় করে থাকে।

বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে তারা অসহায় হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় বিষয়টি পুলিশ সুপার মহোদয়ের নজরে এলে তিনি শিশুদের জন্য খাবার পৌছে দেন। সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু জিহাদ মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম খান শিশুদের খাবার প্যাকেট পৌছানোর দায়িত্ব পালন করেন।

ঝিনাইদহে সাবেক এমপি-গাইনী বিভাগের চিকিৎসকসহ আরও ৭ করোনা রোগী শনাক্ত

ঝিনাইদহে সাবেক সংসদ সদস্য ও তিন চিকিৎসকসহ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আরও সাত জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় ২৮ জনকে

শনাক্ত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সোমবার সকালে ৩৫টি নমুনার ফলাফল এসেছে। এর মধ্যে সাত জনের করোনা পজিটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে ঝিনাইদহ সদরের দুই চিকিৎসকে মধ্যে গাইনী বিভাগের একজন, সাবেক সংসদ সদস্য ও কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, কালীগঞ্জের একটি হাসপাতালের নার্স, শৈলকুপায় দুই নারী ও কোটচাঁদপুরে এক চিকিৎসক রয়েছেন।

তিনি আরও জানান, এখন পর্যন্ত জেলা থেকে পাঠানো নমুনার মধ্যে ২৮০টির ফলাফল পাওয়া গেছে। যার মধ্যে ২৮ জনের করোনা পজিটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্য বিভাগের ১৭ জন রয়েছেন।

উল্লেখ্য, জেলায় এখন পর্যন্ত ২৮ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ঝিনাইদহ সদরে ছয়, শৈলকুপায় নয়, কালীগঞ্জে আট, কোটচাঁদপুরে তিন, মহেশপুরে এক ও হরিনাকুতে একজন।

যশোরে নতুন করে ১১ জনের করোনা শনাক্ত

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) জিনোম সেন্টারে গত ২৪ ঘণ্টায় যশোর জেলার ৫৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১ জনের নমুনায় করোনা পজেটিভ এসেছে।

এদিকে যবিপ্রবির জনসংযোগ কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ অর্নব জানিয়েছেন, গত ২৪ ঘণ্টায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে যশোর ছাড়াও ঝিনাইদহের ২৩টি, চুয়াডাঙ্গার ১৩টি ও মাগুরার একটি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এরমধ্যে ঝিনাইদহে ৭টি ও চুয়াডাঙ্গায় ১টি নমুনায় করোনা পজেটিভ এসেছে। মাগুরার একটি নমুনার ফল নেগেটিভ এসেছে।

অর্থাৎ যবিপ্রবিতে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৯৪টি নমুনা পরীক্ষায় ১৯টি পজেটিভ ফল এসেছে।

দর্শনা সরকারী অনুদান বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীনের বিরুদ্ধে সরকারী অনুদান বিতরনে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।
জানা যায়, মহামারী করোনার কারনে ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের অনেক শ্রমিক মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন শ্রমিদদের জন্য সরকারি অনুদান সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীনে কাছে হস্তান্তর করেন। পরে তা প্রকৃত শ্রমিকদের কাছে বিতরন করতে বলা হয়।

কিন্তু সে নিজের মন মত যাকে ইচ্ছা তাকে অনুদান দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত রবিবার (৩ মে) সকাল ১১ টার দিকে ওই সরকারী অনুদান দর্শনা পৌরসভার কার্যালয় নির্ধারন করে বিতরন করা হয়।

এসময় শ্রমিকরা অভিযোগ করে বলেন, এসব অনুদান কোনো প্রকৃত শ্রমিককে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি মন মত যাদের খুশি অনুদান সামগ্রী বিতরন করছেন।
শ্রমিকরা আরও অভিযোগ করেন, নাজিম উদ্দীন যাদের এই অনুদান দিয়েছে সকলেই তার পক্ষের ও যাদের মোটর শ্রমিককের কার্ড অনেক আগেয় মেয়াদ শেষ হয়েগেছে। তারাই অনুদান পেয়েছে আর প্রকৃত শ্রমিকরা অধিকাংশই এ অনুদান থেকে বাদ পড়েছে।

এমন অনিয়মের অভিযোগের খবর শুনে ঘটনাস্থলে দর্শনা মেয়র এসে সকলে শান্ত করেন এবং অপরাধি নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান। এছাড়া ঢাকা-দর্শনার মধ্যে চলাচলকারী পরিবহণ ৯০জন শ্রমিকের কেউই এ ত্রান পায়নি বলে অভিযোগ তোলে।

এসময় সেনাবাহিনি ও দর্শনা থানার পুলিশ ঘটনা স্থান পরিদর্শনা

করেন। এসময় মটর শ্রমিকরা নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জেলা প্রশাসেকর নিকট দাবী তোলেন।

মেহেরপুর কাঁচা বাজারে সবজি সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও হতাশ ব্যবসায়ীরা

প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে মেহেরপুর কাঁচা বাজার গুলোতো সবজি সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। কাঁচামাল সরবরাহ থাকলেও ন্যায্য মূল্য দামে বিক্রয় করতে পারছেনা ব্যবসায়ীরা।

সবজির দাম স্বাভাবিক থাকলেও পবিত্র মাহে রমজান কে উপেক্ষা করে বেড়েছে বেগুন ও রসুনের দাম।
রমজানের আগে বেগুনের দাম স্বাভাবিক থাকলেও এখন তা দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে নগর বাসী বেশির ভাগ মানুষ চলে গেছে ঘর মুখো। ফলে ফাকা নগরীতে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ক্রেতারা বাজার মুখী না হওয়ায় বিক্রি কমে গেছে আশঙ্কাজনক হারে।

গতকাল সোমবার সকাল ১১.০০ টাই মোহেরপুরে হোটেল বাজার ঘুরে দেখা যাই হতাশ হয়ে বসে আছে ব্যবসায়ীরা।

কয়েকজন সবজি ব্যবসায়ী মোঃ আব্দুল রশিদ, বক্স শেখ এবং জিয়ারুল এর সাথে কথা বলে জানা যায়, সব সবজি আমরা চাহিদা অনুযায়ী পাচ্ছি কিন্তু আমারা যে দাম দিয়ে চাষিদের কাছ থেকে কিনে আনছি তার চাইতেও আমাদের কিছু সময় কম দাম দিয়ে বিক্রয় করতে হচ্ছে।

আবার কোনো কোনো দিন সবজি বিক্রয় না হলে তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এতে করে আমরা খুব বড় ক্ষতির মুখে পড়ে যাচ্ছি।
তারা আরও বলে পাইকারি থেকে বিক্রয়ের জন্য খুব অল্প করে সবজি অনলেও তা ক্রেতার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এই রকম অবস্থা চলতে থাকলে পরিবার পরিজন নিয়ে জীবন বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়বে।

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার ডিএসবি দিয়ে ত্রাণ বঞ্চিত মানুষদের খুজে ত্রাণ দিচ্ছেন

ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান পিপিএম সোমবার সকালে ত্রাণ বঞ্চিত দুই শতাধিক প্রতিবন্ধী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, গৃহকর্মী, হতদরিদ্র, শ্রমিক ও নিম্নআয়ের মানুষদের খুঁজে বের করে তাদেরকে খাদ্য সহায়তা দিলেন আলহেরা ইসলামী ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার, সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান ও ট্রাফিক ইনেন্সপেক্টার সালাউদ্দীনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন স্থানে এখনো যে সমস্ত হতদরিদ্র, শ্রমিক, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, বিধবা, দিনমজুর, স্বামী পরিত্যক্তা, গৃহকর্মী ও নিম্নআয়ের মানুষ যারা ত্রাণসামগ্রী পাননি তাদেরকে গোয়েন্দা পুলিশের মাধ্যমে খোঁজ করে খাদ্যসামগ্রী দিচ্ছেন ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান পিপিএম।

খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে আছে চাল, ডাল, আলু, তেল, লবন।

এছাড়া তার সকল পুলিশ বাহিনীর সুরক্ষার জন্য দিচ্ছেন মাস্ক, সাবান, হ্যান্ডসেনিটাইজার ।

পুলিশ সুপারের এই ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই ।

দর্শনা ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে সরকারী অনুদান বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীনের বিরুদ্ধে সরকারী অনুদান বিতরণে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায়, মহামারী করোনার কারণে ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের অনেক শ্রমিক মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন শ্রমিকদের জন্য সরকারি অনুদান সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন। পরে তা প্রকৃত শ্রমিকদের কাছে বিতরণ করতে বলা হয়।

কিন্তু সে নিজের মন মত যাকে ইচ্ছা তাকে অনুদান দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত রবিবার (৩ মে) সকাল ১১ টার দিকে ওই সরকারী অনুদান দর্শনা পৌরসভার কার্যালয় নির্ধারন করে বিতরণ করা হয়।

এসময় শ্রমিকরা অভিযোগ করে বলেন, এসব অনুদান কোনো প্রকৃত শ্রমিককে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি মন মত যাদের খুশি অনুদান সামগ্রী বিতরণ করছেন।

শ্রমিকরা আরও অভিযোগ করেন, নাজিম উদ্দীন যাদের এই অনুদান দিয়েছে সকলেই তার পক্ষের ও যাদের মোটর শ্রমিকের কার্ড অনেক আগে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তারাই অনুদান পেয়েছে আর প্রকৃত শ্রমিকরা অধিকাংশই এ অনুদান থেকে বাদ পড়েছে।

এমন অনিয়মের অভিযোগের খবর শুনে ঘটনাস্থলে দর্শনা মেয়র এসে সকলকে শান্ত করেন এবং অপরাধি নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান। এছাড়া ঢাকা-দর্শনার মধ্যে চলাচলকারী পরিবহণ ৯০জন শ্রমিকের কেউই এ ত্রান পায়নি বলে অভিযোগ তোলে।

এসময় সেনাবাহিনি ও দর্শনা থানার পুলিশ ঘটনা স্থান পরিদর্শন করেন। এসময় মটর শ্রমিকরা নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট দাবী তোলেন।

চুয়াডাঙ্গা’য় মটর শ্রমিক ও চা দোকানিদের মাঝে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের খাদ্য সহায়তা

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে করোনা‘র প্রাদুর্ভাবে ঘরবন্দী কর্মহীন পরিবারসমূহে ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় চুয়াডাঙ্গার মটর শ্রমিক ও চায়ের দোকানদারদের মাঝে ০২ মে, ২০২০ শনিবার, বিকাল ৩টায় ৪৫০টাকা মূল্যের ৫০ প্যাকেট খাদ্য উপহার প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা’র অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া খান ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানা’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ৩০জন মটর শ্রমিক ও ১৫জন চায়ের দোকানদার এবং ০৫জন সাউন্ড সিস্টেম অপারেটরের হাতে খাদ্য উপহার সমূহ তুলে দেন।

এসব খাদ্য উপহার এর মধ্যে ছিল চাউল, আলু, মসুর ডাল, ছোলা, সয়াবিন তেল, মুড়ি, মাস্ক।

এসব খাদ্য উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হান, ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারের অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম, উপ-সমন্বয়কারী মাহাবুবুর রহমান মুকুল সাহেদ জামাল ইউনিয়ন সমন্বয়কারী সমৃদ্ধি কর্মসূচি নুঝাত পারভীন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গার কুড়ুলগাছি সড়কের বিভিন্ন অংশে ধস, চরম ভোগান্তিতে এলাকাবাসী

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বুইচিতলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পদ্মবিলের পাশসহ পাকা সড়কটির বিভিন্ন জায়গা ধসে যাচ্ছে। রাস্তার পাশের ব্লক, মাটি, পিচ, ইট, বালি খোয়া ধসে যাচ্ছে রাস্তার পার্শ্ববর্তী আবাদী জমি ও বিলের পেটে।

গতকাল সোমবার সরেজমিনে এ রাস্তায় গেলে চোখে রাস্তার সংলগ্ন স্থান ধসে পড়েছে। রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। মূলত ঐতিহ্যবাহী পদ্ম বিলে মৎস্য ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন এলাকা থেকে যানবাহন নিয়ে আসে এই স্থানে। তাই মৎস্য ব্যবসায়ীরা মারাত্মক আতংকের মধ্য রয়েছে যে কখন না দুর্ঘটনা ঘটে।

বিল সংলগ্ন স্থানে বিশাল ধসের কারণে রাস্তাটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংস্কার করা না হলে যে কোনো সময় রাস্তাটি পুরোপুরি ভেঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়রা আরো জানান, অল্প সময় হলো রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বিলের পাশের অংশ আস্তে আস্তে ধসে পড়ছে। পাশাপাশি দুটি যানবাহন চলাচল করতে পারেনা। দুটি যানবাহন ওই স্থানে আসলে আগে পরে গিয়ে স্থান ত্যাগ করতে হয়।

দ্রুত সংস্কার না হলে রাস্তাটি একেবারে ধসে পড়লে যানচলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে।